আকাশ-বাণীর গান

নজরুল ইসলাম

(১)

কোন্ মহাব্যোমে ধ্বনি ওঠে ওম্
আদি আকাশ বাণী।
(কোন্) মহামৌনীর ধ্যান ভাঙে কোন্
বিরহের বীণাপাণি।
নাহি জানি নাহি জানি ॥

নিথর শূন্য অসীমে কোথায়
কে সে প্রণব-শঙ্খ বাজায়
সেই ধ্বনি বুঝি জ্যোতির্জগতে
বাহিরে আনিছে টানি ॥

কোন্ অজানার অলখ জটায়
কথার গঙ্গা কাঁদে,
কোন্ মায়াতীত সুন্দর হ'লো
পড়িয়া মায়ার ফাঁদে।

কার সাথে এত কথা কহিবার,
এত সে গোপন সাধ ছিল তার,
তাঁহারি বাঁশরী-ধ্বনির কথা কি
ব্রজে হয় কানাকানি ?

—

(২)

তোমার কথার পারাবতগুলি
আকাশে উড়িয়া যায়।
অঞ্চল মেলি চঞ্চল মন
তাহারে ধরিতে চায় ॥

ব্যাকুল বক্ষে কোনো তরুণীর,
উহারা কি কভু বাঁধিবে না নীড় ?
(ওরা) শূন্য মনের কথা কি গো তাই
শূন্যে মিলায় হায় ॥

গানের আড়ালে ওগো ও সুরের দেবতা
কেন এ লুকিয়ে থাকা ?
কেন কামনার কপোতগুলিরে ছড়াও দিগ্বিদিকে
পরায়ে সুরের পাখা ?

যে বুকে জাগে এত সুর, এত কথা
সারা বিশ্বের বিরহের ব্যথা
বল বল সেথা একটি হৃদয়
ঠাঁই কেন নাহি পায় ?

—

(৩)

আকাশে আজ ছড়িয়ে দিলাম প্রিয় !
আমার কথার ফুল গো
আমার গানের মালা গো
কুড়িয়ে তুমি নিয়ো।

আমার সুরের ইন্দ্রধনু
রচে আমার ক্ষণিক তনু
জড়িয়ে আছে সেই রঙে মোর
অনুরাগ-অমিয় ॥

আঁখি-পাতায় নাই দেখিলে
আমার আঁখিজল,
মোর কণ্ঠের সুর অশ্রুভারে
করে টলমল,

আমার হৃদয়-পদ্ম ঘিরে
কথার ভ্রমর কেঁদে ফিরে,
সেই ভ্রমরের কাছে আমার
মনের মধু পিও ॥

—

(৪)

তোমার বিনা তারের গীতি
বাজে আমার বীণা-তারে।
রইল তোমার ছন্দ-গাথা
গাঁথা আমার কণ্ঠহারে ॥

কি কহিতে চাওহে গুণী,
আমি জানি, আমি শুনি,
কান পেতে রই তারার সাথে
তাইত সুদূর গগন-পারে ॥

পালিয়ে বেড়াও উদাস হাওয়া
গোপন কথার ফুল ফুটিয়ে,
আমি তারে মালা গেঁথে
লুকিয়ে রাখি বক্ষে নিয়ে।

হয়তো তোমার কথার মালা,
কাঁটার মতো করবে জ্বালা,
সেই জ্বালাতে জ্বলবে আমার
প্রেমের শিখা অন্ধকারে ॥

—

(৫)

বাঁশী তার কোথায় বাজে
কোথায় বাজে।
বাজে মোর দহন-জ্বালায়
বাজে মোর ব্যথার মাঝে ॥

বাজে মোর মিলন-তৃষায়, না পাওয়াতে,
বাজে তার আসার আশায় পথ চাওয়াতে,
বাজে মোর রাতের ঘুমে
বাজে মোর দিনের কাজে ॥

বাজে মোর অন্তরে গো
বাজে মোর বাহির দ্বারে,
বাজে মোর ব্রজের পথে
মথুরার কারাগারে।

সুরে যার গভীর প্রেমের পরশ লভি
আঁকি গো কল্পনাতে যাহার ছবি,
সে কখন আঁখির আগে
আসবে চির-কিশোর সাজে ॥

—

(৬)

ফিরে এল সেই কৃষ্ণাষ্টমী তিথি,
হে শঙ্খ-চক্রধারী!
তোমার মাভৈঃ অভয় আকাশ বাণী
কেন নাহি শুনি হে মুরারি!

সেই ঘনঘটা দুর্য্যোগ নিশি,
নিরাশা আঁধারে ঢাকা দশদিশি
গগনে তেমনি ঘোর দুন্দভি বাজে,
ঝরে তেমনি অশ্রুবারি।

আজও মানবের আত্মা তেমনি
কাঁদে আশা যমুনার দুই পারে,
এ পারে দেবকী, ও-পারে যশোদা আজও
ডাকে মুক্তির বিধাতারে,

আবার প্রেমের বংশী বাজাও,
এই হানাহানি হিংসা ভুলাও
আর্ত্ত কলির গানের এ শেষ-কলি
দাও শেষ ক'রে ব্যথাহারী।

—